বাকলভোজী পোকার আক্রমণ ও তার প্রতিকার

পোকার পরিচিতি

- বাকলভোজী পোকা এক ধরনের হালকা বাদামী বা ধূসর রংগের মথ
- পাখা বিস্তৃত অবস্থায় দৈর্ঘ্য ৩.৫ - ৪.০ সে.মি.
- এপ্রিল-মে মাসে পূর্ণাঙ্গ পোকা বা মথ বের হয়
- পূর্ণাঙ্গ মথ সরাসরি গাছের জন্য ক্ষতিকর নয়, তবে শুককীট দশায় গাছের জন্য ক্ষতিকর।
- স্ত্রী মথ ১৫-২০টি ডিম গুচ্ছাকারে কাণ্ড বা শাখার বাকলের উপর পাড়ে। একটি মথ প্রায় ২,০০০টি ডিম দিতে পারে।
- ডিম ফুটে শুককীট বের হয়ে কান্ডে ছিদ্র করে আশ্রয় নেয় এবং রাতে বেরিয়ে এসে বাকল চিবিয়ে খায়। পূর্ণাঙ্গ শুককীট প্রায় ৪ সে.মি. লম্বা হয়।
- শুককীট ও মূককীট দশা শেষ হতে যথাক্রমে প্রায় ১০-১১ মাস ও ১ মাস সময় নেয়। সমগ্র জীবন চক্র সম্পন্ন করতে প্রায় ১ বছর সময় লাগে। তাই বছরে ১টি প্রজন্ম দেখা যায়।
- গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে এ পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

পোকাক্রমণের লক্ষণ ও ক্ষতির প্রকৃতি

- ডিম ফুটে শুককীট বের হয়ে গাছের কান্ড বা শাখায় লম্বালম্বি ছিদ্র করে (সুড়ঙ্গ) আবাসস্থল তৈরি করে। সুড়ঙ্গটি অনধিক ৩০ সে.মি. দীর্ঘ হয়।
- গাছের কান্ড বিশেষ করে যে স্থান হতে শাখা-প্রশাখা বের হয় এমন স্থানে সুড়ঙ্গ তৈরি করে।
- নিজ লালা নিঃসৃত সুতা, বর্জ্য মল, বাকল ও ডাল-পালার অংশ দিয়ে গাছের বাকলের উপর দড়ির ন্যায় গাঢ় বা কালচে বাদামী রংগের চলাচল পথ তৈরি করে।
- শুককীট রাতের বেলা আবাসস্থল হতে বেরিয়ে চলাচল পথ দিয়ে বের হয়ে এসে গাছের বাকল চিবিয়ে খায় এবং দিনের বেলা কান্ডের সুড়ঙ্গে আশ্রয় নেয়।
- অতি মাত্রায় আক্রমণে গাছের কান্ড ভেঙ্গে যায় এবং শাখা শুকিয়ে মরে যায়।
- অনেক সময় সুড়ঙ্গে পানি জমে ছত্রাকের আক্রমণে গাছের কান্ডে পচন ধরে।
- আক্রমণের ফলে গাছের বা কাঠের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- মধ্য-সেপ্টেম্বর হতে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত আক্রমণ দেখা যায়। অক্টোবর হতে নভেম্বর মাসে পোকার আক্রমণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

যে সমস্ত গাছে বাকলভোজী পোকার আক্রমণ হয়

- বাকলভোজী পোকা বহুভোজী বলে অনেক ধরনের বৃক্ষ প্রজাতি এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৪ প্রজাতির ফলদ, বনজ ও অন্যান্য বৃক্ষ এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় বলে জানা গেছে। আম, জাম, কড়ই, গামার, সেগুন, শাল, বাবলা, শিমুল, চিকরাশি, ঝাউ, ছাতিম, অর্জুন, বড়ই, লিচু, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, তুঁত, খই বাবলা, কেওড়া ইত্যাদি গাছে প্রায়ই এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

বাকলভোজী পোকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

- বাগান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পোকার পরিত্যক্ত মল, বাকল ও ডাল-পালার অংশ দিয়ে তৈরি চলাচল পথ ভেংগে পরিস্কার করে আলকাতরার প্রলেপ দিতে হবে।
- পোকার আবাসস্থলে চিকন তার বা সাইকেলের স্পোক ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুককীট মেরে ফেলে গর্তের মুখ কাদা মাটি/বিটুমিন/মোম দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- পোকার আবাসস্থলে এক টুকরো তুলা কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে প্রবেশ করিয়ে গর্তের মুখ মাটি/বিটুমিন/মোম দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- পোকার আক্রমন বেশি হলে ডায়াজিনন বা ম্যালাথিয়ন জাতীয় স্পর্শ কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. মিশিয়ে প্রতি গর্তে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ৫ মি.লি. পরিমান ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। (কীটনাশক বোতলের মূখে ৫ মি.লি. কীটনাশক ধরে)।
- আক্রান্ত গাছের কান্ড বা বাকল স্পর্শ কীটনাশক (ম্যালাথিয়ন বা ডায়াজিনন) প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে মেশিনের সাহায্য ভিজিয়ে দিতে হবে। এ ভাবে ১০ দিন অন্তর অন্তর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করলে পোকা আক্রমণ কমে যাবে।

কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতা ঃ কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-৬৮১৫৬৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮

আইসি-শক্তি প্রকল্পের অর্থায়নে মুদ্রিত